Re. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VI Issue :IX,15th December, 2017 অগ্রহায়ণ,১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি
অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসু

আবির্ভাব - ০৩.১২.১৮৮৯
তিরোধান - ১১.০৪.১৯০৮

২০১৭ এর আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবসে শ্রী আশিষ স্যান্যাল মহাশয়কে সম্মাননা প্রদান করছেন সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী

আনন্দ সংবাদ / একটি আবেদন

সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার দ্বাদশ বর্ষে আমরা ৯০/১ প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোডস্থিত জয় ইন্ডস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ এর ভবনে মোট ২,২২২ স্কোয়ার ফুট জায়গা ৯০০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছি। এজন্য মোট তিন কিস্তিতে ৪১ লক্ষ টাকা সংস্থার তহবিল থেকে জয় কো-অপারেটিভকে দিতে হয়েছে, সেইজন্য আমাদের আর্থিক অনটনের মধ্যে চলতে হচ্ছে। স্বল্পসময়ের নোটিশে লেনদেন হওয়ায় আমরা সুপরিকল্পনা করতে পারিনি।

এ বাড়িটি পাওয়ার সাথে সাথে সংস্থার নিজস্ব একটি জায়গা হল। কাজেই আমাদের স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্লিনিক ও অন্যান্য কাজকর্ম চালাতে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। এজন্য আমরা আমাদের সকল সভ্য-দরদীদের নিকট বেথুনের তহবিলে দান করার জন্য আহ্বান করছি।

আশাকরি, এই আনন্দ সংবাদ জানার সাথে সাথে অতীতের মতোই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনাদের সহৃদয় দানে এই সংস্থার তহবিলকে পূর্ণ করে তুলবেন।

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

আলোর দিশারী ডাঃ নর্মান বেথুন

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন পৃথিবীর সর্বত্রই স্বাস্থ্য পরিষেবা নিদারুণ উপেক্ষিত ও অবহেলিত। এর পিছনের যে কারণ সেটি হল বাণিজ্যের মনোভাব। খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-এই তিনটি মৌল বিষয় সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত

কিন্তু পণ্যায়নের এই যুগে অত্যাবশ্যক এই বিষয় তিনটি মুনাফার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছে। ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ প্রতিনিয়ত ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। এই সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাঃ নর্মান বেথুনের মতো মহান মানুষকে স্মরণ করা ও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা খুবই জরুরী। বিশ্বায়ন আমাদের মধ্যে ভোগের যে উগ্র প্রবণতা সৃষ্টি করেছে তার প্রতিঘাত কিছু অংশেও প্রতিহত করতে হলে আদর্শের চর্চা জীবনে সাঙ্গীকরণ করা দরকার।

১৮৯০ সালের ৪ঠা মার্চনর্মান বেথুন কানাডায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর পাঠশালায় তাঁর বেড়ে ওঠা। কানাডায় যে পরিবেশে তিনি বড় হয়েছিলেন সেখানে প্রতিনিয়ত তিনি অনুভব করেছিলেন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে মানুষের কাছাকাছি আনা খুবই দরকার। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়ার সময়েই তাঁর এই উপলব্ধি দৃঢ় হয়েছিল। শল্য-চিকিৎসা ছিল তাঁর স্বক্ষেত্র এবং শল্যবিদ হিসাবে তিনি লন্ডন, টরেন্টো, মন্ট্রিল ও আরও অনেক বড় শহরে বিশিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে শল্য চিকিৎসকদের নানান অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হত। অসুবিধার মূল কারণ ছিল এই যে, শল্য চিকিৎসার উপযোগী যন্ত্রপাতির বিশেষ অভাব ছিল। কোনো রোগীর পেট কাটা হলে দু'পাশের পাঁজর একজন সহযোগীকে দু'হাত দিয়ে ধরে থাকতে হত। সেই সময় কোনোভাবে ঐ সহযোগী যদি দুর্বল হয়ে পড়তেন তবে রোগীর জীবননাশের আশঙ্কা রয়ে যেত। ডাঃ বেথুন নিজে এমন কাজ করেছেন এবং অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেঝেন মানুষের কায়িক দক্ষতার ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে যন্ত্রের ব্যবহার কতখানি কার্যকর হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন এমন একটা যন্ত্রের কথা যা অপারেশনের সময়ে পাঁজর দুটিকে ফাঁক করে ধরে রাখতে পারবে। এই ভাবনা থেকেই তিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেন। এছাড়াও এক ধরনের ছুরি তিনি আবিস্কার করেন যা 'স্ক্যালপেল' (Scalpal) নামে জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছে। তাঁরএই আবিস্কারগুলি শল্য চিকিৎসার জগতে যুগান্তর এনেছে। একজন ডাক্তারের পক্ষে ডাক্তারির যন্ত্র আবিস্কার নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। কোনো কাজকে নিছক পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে তার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় উদ্বুদ্ধ হতে পারলে কাজটি কী অসাধারণত্বে উন্নীত হতে পারে, নর্মান বেথুন তাঁর জীবনে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। একটি কাজকে পূর্ণতায় অভিষিক্ত করার মন্ত্র তিনি তাঁর জীবনে সার্থক করে গেছেন। আঠারো উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের বড় একটা সময় জুড়ে ক্ষয়রোগ মানবসমাজে প্রাণদায়ী ভূমিকা পালন করেছিল। ক্ষয়রোগ প্রতিরোধে শল্যচিকিৎসা কী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে বেথুন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা লাভ করলে সেখানে অন্যান্য জরুরী পরিষেবার সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্ত্তনটি কাছ থেকে দেখা ও হাতে কলমে শিক্ষা করার জন্য বেথুন ১৯৩৫ সালে সোভিয়েত যান। দেশে ফিরে নতুনতর অভিজ্ঞতার কথা তিনি একাধিক বক্তৃতায় তুলে ধরতে থাকেন। চিকিৎসা- ব্যবস্থাকে মানুষের কাছাকাছি আনা ও মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করে তোলার জন্য তিনি নিরন্তর ভাবনাচিন্তা করতে থাকেন। ১৯৩৬ সালে ফ্যাসিস্ত কবলিত স্পেনে নতুন এক কার্যক্রম গ্রহণ করেন তিনি। চিকিৎসা-পরিষেবা মানুষের মধ্যে নিয়ে আমার ভাবনা থেকেই ঐ দেশে ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তিনি ভ্রাম্যমান শল্যচিকিৎসা ও রক্তদান পদ্ধতি চালু করেন। এর ফলে, রোগীকেই চিকিৎসকের কাছে দৌড়তে হবে। চিরাচড়িত এই ধারণার অবসান হয় এবং চিকিৎসকেরা মাটির কাছাকাছি নেমে আসেন।

১৯৩৭ সালে বেথুন চিন দেশে যান। সেখানে তখন গণপ্রজাতন্ত্রী সেনাবাহিনী নরখাদক ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। 'পিপলস্ লিবারেশন আর্মি'-র লড়াকু আহত সেনাদের জন্য পর্যাপ্ত রক্তদানের ব্যবস্থা করেন বেথুন। যুদ্ধক্ষেত্রে যে মহান সেনানীরা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন তাঁদের চিকিৎসার জন্যও তিনি আত্ম নিবেদন করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তাঁকে এইসব কাজ করতে হয়েছিল কিন্তু মানুষের পাশে থাকার দৃপ্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন বলে নিজের দিকে না তাকিয়ে তিনি তাঁর কাজগুলি ঠিকঠিক

করে যেতে পেরেছিলেন। এই পর্বে তাঁর জীবনের সদর্থক অভিঘাত থেকে আমরা জীবনের উজ্জ্বল পাঠ গ্রহণ করতে পেরেছি।

চিনের মতো বিশাল ও সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার একটি দেশে চিকিৎসাকে হাসপাতালের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না বেথুন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মহাচিনের সংগ্রামী মানুষজনকে তিনি চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। সে সময়ে রক্তদান নিয়ে নানা সংস্কার কার্যকর ছিল। মানসিক বাধা কাটিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে তিনি রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা-সংক্রান্ত জরুরি কিছু শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে তিনি চিকিৎসা নামের গুরুগম্ভীর পেশাটির গন্ডি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। চিকিৎসার মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌল পরিষেবাকে জনগণের মধ্যে নিয়ে আসা ও জনগণের সপক্ষে তা ঘনিষ্ঠভাবে উপযোগী ও ক্রিয়াশীল করে তোলার ক্ষেত্রটিতে ডাঃ নর্মান বেথুনের অবদান ইতিহাস চিরকাল মনে রাখবে। ব্যতিক্রমী চিকিৎসক হিসাবে তাঁর ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকা ও নিঃস্বার্থ মানবসেবা ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার ক্ষেত্রটি কোনোদিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ছোট বয়েস থেকেই নানা প্রতিকূলতার মধ্যে চলতে হয়েছে বেথুনকে। মহাচিনে 'পিপলস লিবারেশন আর্মি-র সেনানীদের মধ্যে কাজ করতে করতেই চরম বিপন্নতার শিকার হলেন তিনি। চিনের পর্বত সংকুল এক প্রদেশে ক্ষতবিক্ষত সেনানীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে রক্তে সংক্রমণ ঘটায় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন মানবতার এই মহান সৈনিক। ফ্যাসিস্তদের রক্তচক্ষু যাঁকে ভয় দেখাতে পারেনি, যুদ্ধের অবিরাম গোলা বারুদ বিন্দুমাত্র হতোদ্যম করতে পারেনি, যুদ্ধ বাজদের তৈরী করা বিষাক্ত বাতাবরণ সেই অমূল্য জীবনের অনলস ধারাবাহিকতার বিনাশ ঘটাল। প্রাণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, যারা এই পৃথিবীকে বিষাক্ত করছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে না পারলে মানবসভ্যতার সত্যিকারের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ডাঃ নর্মান বেথুনের জীবন সে কারণেই বাণিজ্যকামী এই সময়ে যাবতীয় বিপথগামীতার হাত থেকে কিছু পরিমাণেও আমাদের রক্ষা করতে পারে। পৃথিবীতে আদর্শের মৃত্যু হয় না কোনোদিন। নর্মাণ বেথুনের মতো মানুষেরা তাই চিরকাল আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

গ্লুকোমা - ডাঃ অতনু বিশ্বাস

গ্লুকোমা কি?

চোখের ভিতরের তৈরি হওয়া তরল পদার্থের (অ্যাকোয়াস হিউমার) চাপজনিত কারণে ধীরে ধীরে অপটিক নার্ভ নষ্ট হয়ে যায়। এই রোগকে গ্লুকোমা বলে।

গ্লুকোমাতে কী ঘটে?

চোখের ভিতর বিশেষ ধরনের তরল পদার্থ আছে যাকে অ্যাকোয়াস ডিমার বলে। সাধারণত এর উৎপাদন এবং বহির্গমনের হার সমান। অনেক সময় এই তরল পদার্থের বহির্গমনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন চোখের ভিতরের চাপ বেড়ে যায়। এই অধিক চাপে অতি সূক্ষ্ম রেটিনার স্নায়ুতন্ত্রগুলোকে স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দেয়। অনেক রোগীর চোখের ভিতরের চাপ স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও গ্লুকোমা হয়ে থাকে। কারণ তাঁদের ক্ষেত্রে রেটিনার স্নায়ুতন্ত্রগুলো ওই স্বাভাবিক চাপ সহ্য করতে পারে না। সাধারণত চোখের চাপ (প্রেসার) কত থাকা উচিত? বেশিরভাগ রোগীর চোখের প্রেসার ১০-২১mmhg এর মধ্যে থাকে। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে কমবেশি হতে পারে।

গ্লুকোমা আছে, কীভাবে বোঝা সম্ভব?

গ্লুকোমা দু'প্রকার। রোগীরা সাধারণত দু'চোখেই গ্লুকোমাতে আক্রান্ত হতে পারে। যদিও রোগের অগ্রগতি ও প্রকোপ দুই চোখে কম বেশি হয়ে থাকে। পি ও এ জি (Primary open angle Glaucoma) নামক গ্লুকোমাতে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও অসুবিধা থাকে না। রোগের শেষ পর্যায়ে গিয়ে রোগীরা এই রোগের প্রকোপ অনুভব করতে থাকেন। এর ফলে একটা ভুল ধারণা জন্মায় যে গ্লুকোমা রোগের কোনওভাবে চিকিৎসা হয় না। এই রোগকে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি যদি তা প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে।

আর এই ধরনের গ্লুকোমা হল পিএসিজি (Primary angle closer Galucoma) এতে আলোর চারপাশে রামধনু রং দেখতে পাওয়া যায় এবং চোখে ব্যথা অনুভব হয় বলে রোগীরা তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা করালে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

এই দু'ই ধরনের গ্লুকোমার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পি ও এ জি নামক গ্লুকোমা বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

পি ও এ জি-তে রোগীরা দেরি করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন কেন?

এক্ষেত্রে চারপাশের দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। কিন্তু মাঝখানের দৃষ্টিশক্তি শেষ অবস্থা অবধি টিকে থাকে। ফলে রোগীরা রোগের শেষ অবস্থা পর্যন্ত দূরের ও কাছের জিনিস দেখতে পান। পড়াশুনাও চালিয়ে যেতে পারেন। এইজন্য শেষ অবস্থায় আগে রোগীরা এই রোগের কিছু টের পান না।

এটা কি বংশগত?

গ্লুকোমা রোগ বংশগতও হতে পারে। যদি কারো বাবা-মায়ের পি ও এ জি গ্লুকোমা থাকে, তাহলে তাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ১০ - ২৩ শতাংশ পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উচ্চ রক্তচাপের সাথে এর কোনও সম্পর্ক আছে কি?

উচ্চ রক্তচাপ থাকলেই গ্লুকোমা হওয়া নিয়ে চিহ্নিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ এর সাথে সরাসরি কোনও যোগ নেই। যদি গ্লুকোমা ও উচ্চ রক্তচাপ একই সাথে থাকে তাহলে গ্লুকোমার অগ্রগতিও দ্রুত হয়ে থাকে।

কখন গ্লুকোমা পরীক্ষা করা প্রয়োজন?

- চোখের প্রেসার ২১ মিমি মার্কারির বেশি থাকলে।
- সন্দেহপ্রবণ অপটিক ডিস্কে পরিবর্তন থাকলে।
- গ্লুকোমা রোগ থাকলে।

কী কী পরীক্ষা করা হয়?

- চোখের প্রেসার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়।
- দৃষ্টিশক্তির পরিধি পরীক্ষা, থাকে পেরিমেট্রি বলা হয়।
- অপটিক্ নার্ভের অপটিক্যাল ও কোহেরেন্স টোমাগ্রাফি অর্থাৎ ও সি টি।
- গোনিওস্কোপি।
- অপটিক ডিস্ক ফোটোগ্রাফ।
- অ্যান্টিরিওর চেম্বারের গভীরতা এবং পেন্টাকেম মেশিন দ্বারা অ্যাঙ্গেল অ্যানালাইসিস।
- ২৪ ঘন্টায় চোখের প্রেসারের তারতম্য মাপা (ডায়গোনাল ভেরিয়েশন)।

কতদিন অন্তর পরীক্ষা করা প্রয়োজন?

গ্লুকোমা একটি দীর্ঘকালীন রোগ। যা কিনা অনেকটাই ডায়াবেটিস ও হাই ব্লাড সুগারের মতো। এই রোগে পুরোপুরি নিষ্কৃতি নেই। সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না বলেই উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এই জন্য প্রতিবছর কমপক্ষে একবার করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলি করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে পরীক্ষার নথিগুলিকে যত্ন করে ফাইল করে রাখা প্রয়োজন যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এগুলিও প্রয়োজন।

কারা গ্লুকোমাতে আক্রান্ত হতে পারেন?

- সাধারণত ৪৫ এর বেশি বয়সে।
- পরিবারের কারোর গ্লুকোমা রোগ থাকলে।
- মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগ থাকলে।
- চোখের ভিতর চাপ বৃদ্ধি পেলে।

- স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে (যেমন চোখে ড্রপ ব্যবহার, খাবার ওষুধ বা ইনজেকশনের মাধ্যমে ব্যবহার করেথাকলে)।
- চোখে আঘাত থেকে।
- মায়োপিয়া অর্থাৎ দূরের বস্তু চশমা ছাড়া পরিস্কার দেখতে না পেলে।

চিকিৎসার পদ্ধতিগুলি কেমন?

পি এ সি জি-তে সাধারণত শল্য চিকিৎসা বা লেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। পি ও এ জি তে প্রাথমিক পর্যায়ে চোখে লাগানো ওষুধ ব্যবহার করা হয় এবং পরবর্তীকালে শল্য চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা পদ্ধতি কোন্‌টি উপযুক্ত হবে সেটি স্থির করেন চিকিৎসক।

চিকিৎসক ভেদে এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি কি ভিন্ন হতে পারে?

কোনও একজন রোগীর ক্ষেত্রে দুজন চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও তাতে চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। গ্লুকোমা রোগের অগ্রগতিকে রোধ করা অর্থাৎ চোখের প্রেসার কমানোই হলো চিকিৎসার প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিভিন্ন উপায়ে তা করা সম্ভব। কখনও চোখে ওষুধ দিয়ে বা শল্য চিকিৎসা করে দু'ভাবেই হতে পারে।

চিকিৎসার দ্বারা দৃষ্টিশক্তি কি ফিরে পাওয়া সম্ভব?

চিকিৎসার আগে নষ্ট হয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি কখনো ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হলো অবশিষ্ট দৃষ্টিশক্তি বাঁচিয়ে রাখা।

সৌজন্যে - গণশক্তি, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

বিজ্ঞপ্তি

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক, ৯০/১প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ্ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫

পরিচালনায় - বেথুন ইন্সটিটিউট অফ রেজিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

এখানে স্পল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি, আকুপাংচার, ইসিজি, প্রেসার পরীক্ষা সহ অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে (এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি) ডাক্তারী পরিষেবা দেওয়া হয়।)

রবিবার ও ছুটির দিন ব্যাতীত সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

আগামী ২১জানুয়ারী, ২০১৮ রবিবার সকাল ১১টায় পিপল্‌স রিলিফ কমিটির সহায়তায় উক্ত ক্লিনিকে এক মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।

ক্যাম্পে বিনামূল্যে রক্তপরীক্ষা এবং প্রেসার পরীক্ষা সহ অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে (এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি) ডাক্তারী পরিষেবা দেওয়া হবে। প্রয়োজনে ফিজিওথেরাপি, আপুপাংচার এবং ইসিজি করা হবে। যথাসম্ভব বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হবে।

উক্ত ক্যাম্প সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সকল সদস্য ও সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য ও সহযোগীতার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

শোকসংবাদ

১। সংস্থার সদস্য ১৮৮/৮৮ প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড নিবাসী অমলকান্তি হোড় গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর।

২। সংস্থার সদস্য ৯৭/৩ সুবোধ পার্ক বাঁশদ্রোণী নিবাসী অমলকৃষ্ণ হালদার গত ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর।

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ,

আশা করি পরিবার-পরিজনসহ কুশলে আছেন। শীত ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে; এই সময়ে শিশু ও প্রবীণরা সহজেই রোগাক্রান্ত হন। কাজেই সাবধানে থাকবেন, আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার সাহায্য নেবেন প্রয়োজনে।

গত ২০ নভেম্বর, ২০১৭ দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী মহাশয় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি।

গত ১৪ই নভেম্বর সর্বত্র বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পালিত হয়েছে শিশু দিবস। উদ্দেশ্য শিশুদের সুস্থ সুন্দর জীবন দেওয়া। অথচ বর্তমানে নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই অভিযুক্ত, শিশুদের উপর কুৎসিৎ নির্যাতনের জন্য। আপন আপন পরিবারের শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হবেন অবশ্যই। কারণ আমরা এক ভয়ানক সময়ের মধ্য দিয়ে চলছি।

ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব দিবস আসন্ন। তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাই - আমাদের আলোর পথে নিয়ে চল প্রভু।

* মানুষের প্রধান কর্তব্য, তাকে
এমনটি হতে হবে যাতে মানুষ
বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।
(কালান্তর)

* নিজের জন্য কিছু নিজত্ব
না হলে নয়, কিন্তু বাকি
সমস্ত পরের জন্যে হওয়া চাই।
(রাশিয়ার চিঠি)

* পুত্র যখন অপুত্র হয়ে
মা'র কাছে আসে, তার
মতো দুঃখ আর নেই।
(নটীর পূজা)

* জনসাধারণকে আমরা
বলি ছোটলোক
অথচ
দেশের অধিকাংশই তারা ....।
(পল্লী প্রকৃতি)

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	৪,১৪৬২১.০০
১।	শ্রী পেলব মুখার্জী	১৬এ নেপাল ভট্টাচার্য ১ম লেন কলকাতা - ৭০০ ০২৬	২০০.০০
২।	শ্রী গোরাচাঁদ চক্রবর্তী	কাটজুনগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২	৫০০.০০
		মোট	৪,১৫,৩২১.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in